কুমারীদের ভাঙিতে অব্যক্ত বাপদাদার মধুর শ্রেষ্ঠ মহাবাক্য

আজ বাপদাদা তোমাদের সবার সাথে কোথায় মিলিত হতে আসছেন ? কোন্ স্থানে তোমরা বসে আছ ? যে স্থানে তোমরা মিলনোৎসব পালন করতে এসেছ সেখানে সাগর এসেছেন নদীর সাথে মিলিত হতে । সাগর তীর পছন্দ তো করো, তাই না ! কত শ্রেষ্ঠ স্থান যেখানে শুধু সাগর নয়; অনেক নদীও এসেছে মিলিত হতে । সাগরেরও নদীদের মিলন কত ভালো লাগে । এইরকম মিলন মেলা আর কোনও যুগে হবে ? সারা কল্পে এই যুগের মিলন ভিন্ন ভিন্ন রূপে-রীতিতে স্মরণ এবং উদযাপন করা হবে । তোমরা তো এইরকম মিলন উৎসব পালন করতেই এসেছ, তাই না ? এই কারণেই তো তোমরা এখান ওখান থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছ, তাই তো ? তোমরা সাগরে মিশে মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়েছ অর্থাৎ বাবা সমান বেহদ স্থিতিতে স্থিত হয়েছ । এই বেহদ অনুভব করো তোমরা ? বেহদের বৃত্তি থাকা অর্থাৎ বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে সকল আত্মাদের প্রতি কল্যাণের বৃত্তি থাকা ; শুধু নিজের বা নিজের হদের সম্পর্কিত আত্মাদের কল্যাণার্থে নয়, বরং সকলের প্রতি কল্যাণমূলক বৃত্তি হতে হবে । "আমি তো ব্রহ্মাকুমারী হয়ে গেছি, পবিত্র আত্মা হয়েছি " -অবিরত নিজের উন্নতিতে, প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে এগিয়ে চলা, বাবা সমান বেহদের বৃত্তিতে স্থিত হওয়া নয় । হদের বৃত্তি অর্থাৎ শুধু নিজের প্রতি সন্তুষ্টি । তুমি ঠিক এই পর্যন্তই থাকতে চাও নাকি সামনে এগোতে চাও ? কোনো কোনো বাচ্চা বেহদের সেবার সময়ে এবং বেহদের প্রাপ্তির জন্য গোল্ডেন চান্স এবং গোল্ডেন মেডেল নেওয়ার পরিবর্তে, "আমি ঠিক চলছি, কোনো ভুল করিনা, লৌকিক অলৌকিক উভয় ক্ষেত্রেই আমি আমার দায়দায়িত্ব পূরণ করছি, সংগঠনে থাকতে কোনো সংস্কারের দ্বন্দ্ব নেই, এইরূপ সিলভার মেডেল নিয়েই খুশি হয় । এটা তো বাবা সমান বেহদ স্থিতিতে থাকা হল না, তাই না ! বাবা বিশ্ব কল্যাণকারী আর বাচ্চা স্ব-কল্যাণকারী, এইরকম জুটি মানাবে ? তোমাদের এটা শুনতেও তো ভালো লাগছেনা । তাহলে যখন তোমরা সেইরকম হয়ে চলতে থাকো তখন তোমাদের ভালো লাগে ? যদি সকল ধনভাণ্ডারের বালক ধনভাণ্ডারের মহাদানী না হয়, তবে তাকে লোকে কি বলবে ! যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বাবার সমস্ত ধনভাণ্ডারের অধিকারী হয়েছ ? তখন সবাই হ্যাঁ বলবে, তাই না ! ধনভাণ্ডার তোমরা কিসের জন্য পেয়েছ ? শুধুমাত্র নিজেরা পানভোজন করবে আর নিজেরা ভোগ করবে, এইজন্য পেয়েছ ? সেইসব বিলিয়ে দাও এবং বাড়িয়ে নাও, তোমরা এই ডিরেকশনই তো পেয়েছ, তাই না ? তাহলে কিভাবে ভাগ দেবে তোমরা ? গীতা পাঠশালা খুলেছ নাকি যখনই তোমরা চান্স পেয়েছ সেইসব ভাগ করে দিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছ ? বেহদের বাবার থেকে বেহদের প্রাপ্তি আর বেহদের সেবায় প্রবল উদ্যম আর উৎসাহে থাকতে হবে । সঙ্গমযুগে কুমারী জীবন শ্রেষ্ঠ বরদানী জীবন । তাই ড্রামা অনুসারে তোমরা বিশেষ আত্মারা নিজে থেকেই বরদানী জীবন লাভ করো । এইরকম বরদানী জীবন সকলকে বরদান এবং মহাদান দিতে প্রয়োগ করেছ ? নিজে থেকেই প্রাপ্ত হওয়া বরদানের রেখা, শ্রেষ্ঠ কর্মের কলম দ্বারা তুমি যতবড় চাও টানতে পারো । এও এই সময়ের বরদান । এই সময়ও বরদানী, কুমারী জীবনও বরদানী এবং বাবাও বরদাতা । কার্যকলাপও তোমায় বরদান দেয় । তাহলে এর পুরোপুরি লাভ নিয়েছ ? ২১ জন্মের লম্বা রেখা সুনিশ্চিত করার এবং ২১ প্রজন্ম সদা সম্পন্ন হওয়ার যে চান্স পেয়েছ, তা'কি নিয়ে নিয়েছ ? কুমারী জীবনে যত চাও তোমরা করতে পারো । মুক্ত আত্মা হওয়ার ভাগ্য লাভ করেছ তোমরা । নিজেকে জিজ্ঞাসা করো আমি স্বতন্ত্র নাকি পরাধীন ! পরাধীনতার বন্ধন নিজেরই মনের ব্যর্থ কমজোর

সংকল্পের জাল । তোমরা নিজেরাই যে জাল বুনেছ সেই জালে নিজেকে পরাধীন তো বানাওনি? কোশ্চেনের জাল আছে ? যে জাল তোমরা বুনেছ তার যদি তোমরা ছবি তোলো তবে সেটা কোশ্চেনেরই রূপ হবে । যে কোশ্চেন উত্থাপিত হয় তোমরা তো সেসবের অনুভাবী, তাই না! ! "কি হবে, কিভাবে হবে, এই রকম তো হবেনা " এইগুলো সব জাল । প্রথমদিকে তোমাদের বলা হয়েছিলো, সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের একটাই সমর্থ সঙ্কল্প হলো – "যা হবে তা' কল্যাণকারী হবে । যা হবে শ্রেষ্ঠ হবে এবং সবচেয়ে ভালো হবে ।" এই সঙ্কল্প হলো জালকে সমাপ্ত করার । অবশেষে খারাপ দিন, অকল্যাণের দিন সমাপ্ত হয়েছে । সঙ্গমযুগের সব দিন গুরুত্বপূর্ণ দিন, খারাপ দিন নয় । সব দিনই তো তোমাদের উৎসবের, তাই না ! সবদিন উদযাপন করার । এই সমর্থ সংকল্পের দ্বারা ব্যর্থ সংকল্পের জাল সমাপ্ত করো ।

কুমারীরা তো বাপদাদার এবং ব্রাহ্মণ কুলের গর্ব । ফার্স্ট চান্স কুমারীরা পায় । পাণ্ডবরা আমোদ পায় যে, ছোট ছোট কুমারীরা টিচার হয়ে যায়, দাদী হয়ে যায়, দিদি হয়ে যায় । তাহলে তোমরা এত চান্স পাও ! তাও যদি তুমি তোমার চান্স না নাও, তাহলে কি বলবে ! তোমরা জানো কি বলো তোমরা ? 'আমি সহযোগী হবো, কিন্তু সমর্পিত হবোনা ।' যে সমর্পণ করবেনা সে সমান কিভাবে হবে ! বাবা কি করেছেন ? তিনি তো সবকিছু সমর্পণ করেছেন নাকি শুধু সহযোগী হয়ে থেকেছেন ? জগৎ অম্বা কি করেছেন ? তিনিও তো কুমারীই থেকেছিলেন । তাহলে তোমরা ফলো ফাদার মাদার করছ নাকি পরস্পর সিস্টার্স ফলো করো ? "এনার জীবন দেখে আমারও এইরকম হতে ভালো লাগে ।" তবে তো ফলো সিস্টার্সই হলো, তাই না ! এখন কি করবে ? তোমার নিজের কমজোর অবস্থার জন্যই ভয় হয়, অন্য কিছু থেকে হয়না । তাহলে এখন তোমরা কি নেবে ? গোল্ডেন মেডেল নেবে নাকি সিলভারই ঠিক আছে ? কমজোরি দেখোনা, সেইসব দেখলে তুমি ভয় পেয়ে যাবে । না নিজে কমজোর হবে, না অন্যদের কমজোরি দেখবে । বুঝেছ তোমরা কি করতে হবে ?

বাপদাদা তো কুমারীদের দেখে খুব খুশি হন । মানুষের কাছে কুমারী এলে তো তাদের দুঃখ হয় । আর বাপদাদার কাছে যতবেশি কুমারী আসবে বাপদাদার খুশি ততবেশি, কারণ বাপদাদা জানেন প্রত্যেক কুমারী বিশ্ব কল্যাণকারী, মহাদানী, বরদানী । বুঝেছ তাহলে কুমারী জীবনের মহত্ব কত ! কুমারীদের আজ বিশেষ দিন, তাই না ! ভারতে অষ্টমীতে কুমারীদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানায় । তাই বাপদাদাও অষ্টমী উদযাপন করছেন । প্রত্যেক কুমারী অষ্ট শক্তির প্রতিমূর্তি । আচ্ছা -

এইরকম সর্বশ্রেষ্ঠ বরদানী জীবন অধিকারী, গোল্ডেন চান্স অধিকারী, ২১ প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যরেখা টানার অধিকারী, স্বতন্ত্র আত্মার বরদান অধিকারী, শিববংশী ব্রাহ্মকুমারীরা, শ্রেষ্ঠ কুমারীদের বিশেষ রূপে এবং একই সময়ে মিলনোৎসব পালনকারী পদ্মাপদম সৌভাগ্যশালী আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

কর্মভোগের ওপর কর্মযোগের বিজয়:- কর্মভোগের ওপর বিজয় লাভ করা বিজয়ী রত্ন তোমরা, তাই না? ? মানুষকে কর্মভোগ ভুগতে হয় আর তোমরা সেখানে কর্মযোগী । তোমরা দুঃখভোগী নও কিন্তু সদাকালের জন্য সবকিছু ভস্ম করো । এমনভাবে ভস্ম করো যাতে ২১ জন্মের জন্য দুঃখভোগের লেশমাত্র না থাকে । তোমার সামনে কিছু এলে সেটা তুমি ভস্ম করতে পারবে । আসবে তো বটেই, কিন্তু ভস্ম হতে নাকি তোমাকে দুঃখ দিতে ! বিদায় নেওয়ার জন্য আসে, কারন কর্মভোগেরও জানা

আছে এটা একমাত্র এই সময়েই আসতে পারে, অন্য কোনো সময়ে নয় । এই কারণে যখন তখন চান্স খোঁজে । যখন দেখে সহজে ডাল গলবে না অর্থাৎ এখানে কোনো লাভ হবেনা, তখন চলে যায় ।

দাদী এবং দিদিকে দেখতে দেখতে :- এত হ্যান্ডস দেখে তোমরা খুশি হচ্ছ তাই না ? তোমাদের যে স্বপ্ন ছিল সেটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তাই তো ? তোমাদের স্বপ্ন ছিল এত হ্যান্ডস হোক, এত সেন্টার বাড়ুক । কারণ দাদী দিদির এইরকম হ্যান্ডসের সবচেয়ে বেশি আশা ছিল । সেইজন্য তৈরি হওয়া এমন হ্যান্ডস দেখে খুশি তো হবেই, তাই না ! ভারতের কুমারীদের এবং বিদেশের কুমারীদের মধ্যেও প্রভেদ আছে । এদের উপার্জনের কি বা প্রয়োজন ! (কেউ কেউ ডিগ্রি নেওয়ার জন্য পড়তে চায়) যতক্ষন সেবায় প্র্যাকটিস করছ না, ততক্ষন ডিগ্রির কোনো ভ্যাল্যু নেই । ডিগ্রির ভ্যাল্যু হয়, যখন তুমি সেটা কার্যে প্রয়োগ করো । পড়াশোনা করে কার্যতঃ ব্যবহার না করলে, পড়াশোনার পর গৃহস্থে থাকলে লৌকিকেও বলা হয়, পড়াশোনা করে কি লাভ ! নিরক্ষরও বাচ্চার দেখাশোনা করে আর এও করছে, তাহলে ফারাক কি হলো ! একইভাবে, এই পড়া করে যখন তুমি সেবার স্টেজে যাও, সেই ডিগ্রির ভ্যাল্যুও হয় । এখানে তুমি চান্স পেলে তবে ডিগ্রিও আপনা থেকেই পেয়ে যাবে । এই ডিগ্রি কি কিছু কম ? দেখ, জগদম্বা সরস্বতী কতবড় ডিগ্রি লাভ করেছে ! এখানে যে ডিগ্রি পেয়েছ তা' তোমরা বর্ণনাও করতে পারবে না । কতবড় ডিগ্রি তোমরা পেয়েছ - মাস্টার জ্ঞানের সাগর, মাস্টার সর্বশক্তিমান...., তোমাদের কত কত ডিগ্রি ! এর মধ্যে এম. এ. , বি. এ. সব এসে যায় । ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারও এর অন্তর্ভুক্ত ।

কুমারীদের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকার

১) তোমরা বরদানী কুমারী, তাই তো ? তোমরা ধীরে ধীরে চলো নাকি ওড়ো ? উড়ন্ত অর্থাৎ হদের ধরিত্রী ছেড়ে দেওয়া । যখন ধরাতল ছাড়বে তখনই তো উড়বে, তাই না ! নীচে তো উড়বে না ! যারা নীচের, শিকারি তাদের ধরে ফেলে । তোমরা নীচে নেমে এলেই খাঁচায় বন্দি ! উড়ন্ত যারা, তারা খাঁচায় আসেনা । তাহলে তোমরা খাঁচা কি ছেড়েছ ? তোমরা এখন কি করবে ? চাকরি করবে ? রাজমুকুট পরবে নাকি বোঝা বইবে ! যেখানে রাজমুকুট থাকে সেখানে কোনো বোঝা থাকতে পারবে না । মুকুট সরালে তবে তো বোঝা রাখতে পারবে ! যদি বোঝা রাখো তো তাজ খসে পড়বে । তোমরা রাজমুকুটধারী হবে নাকি বোঝা বহনকারী ? এখন বিশ্ব সেবার দায়িত্বের মুকুট আর ভবিষ্যতে রত্ন জড়িত রাজমুকুট । এখন বিশ্ব সেবার মুকুট পরো তো বিশ্ব তোমাকে ধন্য আত্মা, মহান আত্মা বলে মানবে । এতবড় রাজমুকুটধারী বোঝা বইবে ? ৬৩ জন্ম তো বোঝাই উঠিয়ে গেলে, এখন যখন রাজমুকুট পাচ্ছ তো রাজমুকুটই তো পরা উচিৎ, তাই না ! কি ভাবছ ? মন নেই তবুও করতে হবে ! তবে কি সারকমটেন্স এইরকমই ? লৌকিক সম্বন্ধকে সন্তুষ্ট করে ধীরে ধীরে বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারো । নির্বন্ধন হওয়ার প্ল্যান বানাও । বেহদ সেবার লক্ষ্য রাখলে হদের বন্ধন নিজে থেকেই ভেঙে যাবে । লক্ষ্য দু'দিকেই থাকলে, লৌকিক অলৌকিক উভয় ক্ষেত্রে সফল হতে পারবে না । লক্ষ্য ক্লিয়ার (স্বচ্ছ) হলে লৌকিকেও তুমি সহায়তা লাভ করবে । লৌকিক সম্বন্ধে নিমিত্ত মাত্র, কিন্তু বুদ্ধিতে অলৌকিক সেবা হলে বাধ্যবাধকতাই ভালোবাসায় বদলে যায় ।

২) তোমরা কুমারীরা সবাই নিজেদের ভাগ্যের নিষ্পত্তি করেছ নাকি এখনো করতে হবে ? যত সময় জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে ব্যয় করো, প্রাপ্তির সময় ততই চলে যায় । এইজন্য সিদ্ধান্ত নিতে সময় নষ্ট

করা উচিৎ নয় । ভাবলে আর করলে, একেই বলা হয়ে থাকে নম্বর ওয়ান সওদা করা । যারা এক সেকেন্ডে সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারা গোল্ডেন মেডেল নেয় । ভাবনা চিন্তা করে যারা সিদ্ধান্ত নেয় তারা সিলভার মেডেল নেয় আর যারা ভেবেও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনা তারা কপার পায় । তোমরা সবাই তো গোল্ডেন মেডেলধারী, তাই না ! গোল্ডেন এজে যখন যেতেই হবে তো গোল্ডেন মেডেলই তো নেওয়া উচিৎ, তাই তো ! রামসীতা হওয়ার জন্য কেউ হাত ওঠায় না । লক্ষ্মী নারায়ণ তো গোল্ডেন এজেড তাই না ! তাইতো সবাই নিজের ভাগ্যের রেখা এমনভাবে টেনেছ নাকি কখনো কখনো সাহস হয়না । সদা উদ্যম -উৎসাহে যারা উড়ন্ত , কোনো অবস্থাতেই কিন্তু নিজের সাহস ছেড়োনা । অন্যের দুর্বলতা দেখে নিজে নিরুৎসাহ হয়ো না ।

৩) তোমরা তো শক্তিসেনা, তাই না ? তোমাদের সবার হাতে বিজয় পতাকা । বিশ্বের ওপর বিজয় পতাকা নাকি শুধু স্টেটের ওপরে ? যারা বিশ্ব অধিকারী তারাই বিশ্ব সেবাধারী হবে, হদের সেবাধারী নয় কিন্তু বেহদের সেবাধারী । তারা যেখানেই যাবে সেবা করবে । তাহলে এইরকম বেহদ সেবার জন্য তৈরি আছ ? বিশ্বের শক্তি যদি হও, তবে নিজেকে অফার করো । ২ মাস ৬ মাস ছুটি নিয়ে ট্রায়াল করো । এক পা বাড়ালে দশ পা এগোবে, এক-দু' মাসের জন্য ছুটিতে নিজে এটা অনুভব করো । যখন মন কোনো ভালো জিনিসে আটকে যায় তো খারাপ জিনিস থেকে নিজে থেকেই মন সরে যায় । সুতরাং ট্রায়াল করো । সঙ্গমযুগ হলো এগিয়ে যাওয়ার সময় । ব্রহ্মাকুমারী হয়ে গেছ, জ্ঞান স্বরূপ হয়ে গেছ, এতে অনেক সময় পেরিয়ে গেছে । এখন সামনে এগিয়ে চলো । কয়েক কদম সামনে তো রাখো, এক জায়গায় থেমে থেকোনা । কমজোর যারা তাদের দেখোনা । সর্বশক্তিকে দেখ, কেন মেষের দিকে দেখ ? মেষের দিকে দেখলে তোমাকে নিচের দিকেই দেখতে হবে । তখন তুমি ভয় পাও আর ভাবো - জানিনা কি হতে চলেছে ! কমজোর কাউকে দেখে ভয় পাও যখন, তাদের দেখোনা । শক্তিদের দেখলে ভয় দূরে সরে যাবে ।

বরদান :- প্রভু সদা তোমার সাথে আছেন (হুজুর কো হাজির সমঝ) মনে করে তাঁর সঙ্গ অনুভব করে কম্বাইন্ড রূপধারী ভব

বাচ্চারা যখনই সস্নেহে বাবাকে স্মরণ করে তো সাথের এবং কাছের অনুভব করে । মন থেকে বাবা বলেছ আর দিলারাম হাজির এইজন্য বলা হয় হুজুর হাজির । সবসময় তিনি হাজির । স্নেহের বিধি প্রয়োগে সব জায়গায় সবার কাছে হুজুর হাজির হয়ে যান, অনুভাবীই এই অনুভব জানে । গায়ন আছে করনকরাবনহার, তো করনহার এবং করাবনহার কম্বাইন্ড হয়ে গেছেন । এইরকম কম্বাইন্ড রূপধারী সদা সাথের অনুভব করে ।

স্লোগান :- মনকে সদা রুহানি সুখানুভবে রাখতে হবে - এটাই জীবনে বেঁচে থাকার কলা ।